গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
**রাজস্ব ভবন**
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
www.nbr.gov.bd

নথি নং-অম/অসবি/জারাবো/জনসংযোগ/২০১৬/৬ তারিখ: ২৬ মার্চ ২০১৬

## দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনসমূহের বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বক্তব্য

গত ২৪ মার্চ ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ বৃহস্পতিবার দৈনিক যুগান্তর পত্রিকার প্রথম পাতায় 'নিয়োগ কেলেংকারিতে এনবিআর চেয়ারম্যান! নজিবুর-কমিশনার কথোপকথন' এবং গত ২৫ মার্চ, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ শুক্রবার 'এনবিআর চেয়ারম্যানের নিয়োগ কেলেংকারির খবরে তোলপাড়' শীর্ষক শিরোনামে প্রকাশিত প্রতিবেদনসমূহের প্রতি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। প্রকাশিত সংবাদটি সর্বৈব মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। এ বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বক্তব্য নিম্নরুপঃ

- এই সংবাদ প্রতিবেদনসমূহ সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ ও চেয়ারম্যান জাতীয় রাজস্ব বোর্ড জনাব মোঃ নজিবুর রহমানকে জড়িয়ে একটি মহল বিশেষ কর্তৃক উদ্দেশমূলকভাবে করানো হয়েছে।

- এই সংবাদ প্রতিবেদনসমূহ একই পত্রিকায় সাম্প্রতিক সময়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সুনাম ক্ষুন্ন করে একাধিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। কর সংগ্রহের ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক সাম্প্রতিক সময়ে গৃহীত 'দুষ্টের দমন-শিষ্টের পালন' নীতির অংশ হিসেবে যুগান্তর এর মালিকানাধীন বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের শত শত কোটি টাকার রাজস্ব জালিয়াতির ঘটনা তদন্তে বেরিয়ে আসার প্রেক্ষিতে প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে এ ধরণের মিথ্যা ও ভিত্তিহীন সিরিজ প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে।

- গত ১৬-০৩-২০১৬ খ্রিস্টাব্দ তারিখ যমুনা গ্রুপের অর্ন্তভূক্ত এরোমেটিকস কসমেটিকস লিমিটেড এর ২০০৩ সালের ২টি রীট মামলায় (৩০২৭/০৩ ও ৩০২৭/০৩) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উদ্যেগে মাননীয় সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে সরকারের পক্ষে রায় হওয়ায় মামলা সংশ্লিষ্ট আর্থিক সংশ্লেষ জড়িত সরকারের ১৭৪,৯১,০৮,৬৪৪/- (একশত চুয়াত্তর কোটি একানব্বই লক্ষ আটহাজার ছয়শত চুয়াল্লিশ) টাকা এবং সুদসহ প্রায় ৭০০ (সাত শত কোটি) টাকা আদায়যোগ্য হওয়ায় একই গ্রুপের পত্রিকাটি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বিরুদ্ধে বিষোদগারে লিপ্ত হয়েছেন। এছাড়া সম্প্রতি চট্টগ্রাম কাস্টমস হাউস কর্তৃক যমুনা ইলেক্ট্রনিক্স এর বিরুদ্ধে শুল্ক ফাঁকি'র অভিযোগ এবং ঢাকা কাস্টমস হাউস কর্তৃক যমুনা টেলিভিশনের বিরুদ্ধে অনুরূপ রাজস্ব ফাঁকির অভিযোগ উদ্ঘাটিত হয়েছিল। অপরদিকে, ঢাকা বন্ড কমিশনারেট কর্তৃক যমুনা গ্রুপের সহযোগি বন্ড লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠান জারা এক্সেসরিজ ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড এবং এমকাবা লিমিটেড নামক প্রতিষ্ঠান দুটির বিরুদ্ধে শুল্কমূক্ত সুবিধায় আমদানিকৃত কাঁচামাল অবৈধভাবে অপসারণজনিত কারণ ও জাল-জালিয়াতির আশ্রয় গ্রহণ করায় গত ০৯ ডিসেম্বর, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ তারিখ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, রমনা মডেল থানা, রমনা, ঢাকা বরাবরে যমুনা গ্রুপের মালিক নুরুল ইসলাম বাবুল ও সাংবাদিক হেলাল উদ্দিনের বিরুদ্ধে মামলা করা হয় (যার নং-৬২৪)। অধিকন্ত আয়কর, শুল্ক ও ভ্যাট ফাঁকি সংক্রান্ত যমুনা গ্রুপের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের পরিচালকদের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ তদন্তনাধীন রয়েছে।

- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড মনে করে, এ ধরনের উদ্দেশ্যমূলক প্রতিবেদন প্রকাশের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সামগ্রিক রাজস্ব সংগ্রহ প্রক্রিয়ায় ধূম্রজাল সৃষ্টি করে এর কার্যক্রমকে ব্যাহত করা এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আশা করে সাংবাদিকতার মানদন্ড বজায় রাখার নিমিত্তে "যুগান্তর" এ ধরণের অপপ্রয়াস থেকে নিজেকে বিরত রাখবে।
- 'নিয়োগ কেলেংকারিতে এনবিআর চেয়ারম্যান! প্রকাশিত সংবাদটি মিথ্যা, ভিত্তিহীন, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং সঠিত তথ্য নির্ভর নয়। প্রকৃত তথ্য এই যে, সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ ও চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এনবিআর গৃহীত 'সুশাসন ও উন্নততর ব্যবস্থাপনা নীতি'র আলোকে নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় নির্দেশনা অনুসারে রুপকল্প-২০২১ ও ৪১ বাস্তবায়নে প্রযোজনীয় রাজস্ব সংগ্রহের লক্ষ্যে নতুন এনবিআর গঠনে কাজ করে যাচ্ছেন। তাঁর এসব উদ্যোগের ফলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর গুরুত্বপূর্ণ অংশীজনদের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন, করদাতা-বান্ধব পরিবেশ তৈরিসহ জাতীয় জীবনের সর্বত্র একটি রাজস্ব-বান্ধব সংস্কৃতি চালু হয়েছে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' নীতি গ্রহণ করায় আগের যেকোন সময়ের চেয়ে এনবিআরে সুশাসন বিরাজ করছে। এতে করে সৎ ব্যবসায়ীরা কাজে উৎসাহিত হচ্ছেন।

- "নজিবুর-কমিশনার কথোপকথন" সম্পর্কিত যুগান্তরের বিভ্রান্তিমূলক উক্ত সংবাদ পরিবেশনায় প্রকৃত ঘটনাকে আড়াল করে ভুল ও অসত্য তথ্য উপস্থাপনের মাধ্যমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে হেয় করার অপচেষ্টা করা হয়েছে। এ ধরনের প্রতিবেদন প্রকাশ একটি বিশেষ গোষ্ঠির স্বার্থ হাসিলের জন্য করা হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ ও চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড জনাব মোঃ নজিবুর রহমান একজন সৎ ও নিষ্ঠাবান কর্মকর্তা। তিনি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে যোগদান করার পর থেকে 'সুশাসন ও উন্নততর ব্যবস্থাপনা' নীতি অনুসরণপূর্বক দুর্নীতি, হয়রানিমুক্ত কর-বান্ধব, ব্যবসা-বান্ধব এবং জনকল্যাণমূখী একটি 'পূর্ণাঙ্গ রাজস্ব বোর্ড' তৈরির লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছেন। এক্ষেত্রে তিনি সকল প্রকার হয়রানি, দুর্নীতি ও অসদাচারণের বিষয়ে "জিরো টলারেন্স" নীতি গ্রহণ করেছেন। তাঁর ভাবমূর্তিকে ক্ষুন্ন করার জন্য একটি স্বার্থান্বেষী মহল বিশেষ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে যারা উদ্দেশ্যমূলকভাবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অমার্জিত, শিষ্টাচার বিবর্জিত, মানহানিকর ও মিথ্যা তথ্য সম্বলিত ধারাবাহিক প্রতিশোধ পরায়ণমূলক প্রতিবেদন প্রকাশ করছে। এ ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় প্রায়শই: বিভিন্ন ধরনের উদ্দেশ্যমূলক এবং ভিত্তিহীন প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়ে থাকে যা জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী। এ ধরণের দায়িত্বহীন কর্মকান্ড হতে বিরত থেকে জাতীয় রাজস্ব আহরণে ইতিবাচক ভূমিকা রাখার জন্যে যুগান্তর পত্রিকার প্রতি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড অনুরোধ জ্ঞাপন করছে।
- গত ২৪ মার্চ, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ ও চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সকালে স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান, দুপুরে ফরেন ইনভেস্টরস চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রি (এফআইসিসিআই) আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। সারাদিন দাপ্তরিক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করেন। অথচ ২৫ মার্চ, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ 'এনবিআর চেয়ারম্যানের নিয়োগ কেলেংকারির খবরে তোলপাড়' শীর্ষক শিরোনামে দৈনিক যুগান্তরে প্রকাশ করা হয় যে, বৃহস্পতিবার সারাদিন চেয়ারম্যান অফিসে না আসায় রাজস্ব বোর্ডের দৈনন্দিন কার্যক্রমও ব্যহত হয়। প্রকৃতপক্ষে সরকারের একজন সচিবের বিরুদ্ধে অমার্জিত, শিষ্টাচার বহির্ভূত মিথ্যা তথ্যসম্বলিত ভিত্তিহীন, সম্পূর্ণ কাল্পনিক, বানোয়াট, জিঘাংসা ও প্রতিহিংসামূলক এবং ব্যক্তিগত চরিত্র হনন ও সামাজিক মর্যাদা ক্ষুন্ন করার জন্য প্রকৃত সত্যকে বিকৃত করে উদ্দেশ্যমূলকভাবে প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হয়েছে। যা হলুদ সাংবাদিকতার পরিচায়ক।

- এই প্রতিবেদন প্রকাশের পূর্বে সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ ও চেয়ারম্যান জাতীয় রাজস্ব বোর্ড জনাব মোঃ নজিবুর রহমান এর কোনো বক্তব্য গ্রহণ করা হয়নি। প্রতিবেদন দু'টিতে তথ্য প্রযুক্তির অপব্যবহার করে কাল্পনিকতার আশ্রয় নেয়া হয়েছে। যার ফলে বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার নীতি চরমভাবে লংঘন করা হয়েছে।

- সরকার ঘোষিত রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়নে সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ ও চেয়ারম্যান জাতীয় রাজস্ব বোর্ড জনাব মোঃ নজিবুর রহমান আয়কর, শুল্ক ও মূসক বিভাগসহ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়ে সম্মিলিতভাবে যে মুহূর্তে রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের জন্য একটি ব্যবসা বান্ধব, রাজস্ব বান্ধব, গণমূখী এবং সুষম বাজেট প্রণয়নের কাজে মনোনিবেশ করছেন, সেই সময় বারবার এই ধরনের মিথ্যা তথ্য সম্বলিত ধারাবাহিক প্রতিশোধ পরায়ণমূলক প্রতিবেদন যমুনা গ্রুপের মালিকানাধীন দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশ করা রাষ্ট্র ও জনগণের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্রের পরিচায়ক। এ ধরনের অপতৎপরতা অবিলম্বে বন্ধ না হলে জনস্বার্থে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে আইনগত কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে।

উল্লিখিত সংবাদ প্রতিবেদনসমূহের প্রেক্ষিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এই প্রতিবাদপত্র একই গুরুত্ব সহকারে আপনার পত্রিকায় প্রথম পাতায় ছাপানোর জন্য নির্দেশক্রমে সবিনয় অনুরোধ করা হলো।

২৫/০৩/২০১৬ ইং

(সৈয়দ এ, মু' মেন)
সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা

প্রাপক,

বার্তা সম্পাদক
দৈনিক যুগান্তর
ক-২৪৪ প্রগতি সরণি, কুড়িল (বিশ্বরোড)
বারিধারা, ঢাকা-১২২৯।